আজ মন্ত্রণালয়ে সভা

দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও কলেজে ভর্তির সুযোগ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

প্রকাশিত: ২৩:১৮, ২৯ মে ২০২৪

দুই বিষয়ে ফেল করলেও তাদের কলেজে ভর্তির সুযোগ রাখা হয়েছে

নতুন কারিকুলামে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় দুই বিষয়ে ফেল করলেও তাদের কলেজে ভর্তির সুযোগ রাখা হয়েছে। ফেল করা শিক্ষার্থীদের এইচএসসি অধ্যয়নের সময় ওই দুই বিষয়ে পাস করতে হবে। তবে যারা তিন বিষয়ে ফেল করবে তাদেরকে কলেজে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে না। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) তৈরি করা 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এর মূল্যায়ন কৌশল এভাবেই চূড়ান্ত করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার নাম বদলানো হচ্ছে না। নানা আলোচনার পর পরীক্ষাটির নাম এসএসসি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষার নাম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি কী হবে, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।
জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন কোর কমিটির সদস্য এবং ৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) অধ্যাপক এম তারিক আহসান জনকণ্ঠকে বলেন, এটি খুবই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। কারণ একজন শিক্ষার্থী ১০ বিষয়ের মধ্যে একটি বা দুটি বিষয়ে খারাপ করা মানে সে খারাপ শিক্ষার্থী নয়, তার থেকে একটি বছর কেড়ে নেওয়ার অধিকার আমাদের নেই।

আমাদের দেশে এসএসসির পর ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। এর অন্যতম কারণ, দুই এক বিষয়ে ফেল করা। আবার যারা ঝরে পড়ে তারা অদক্ষ হিসেবে শ্রম বাজারে যুক্ত হয়। একটি পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো শিক্ষার্থীর সঙ্গে এমন অবিচার করার সুযোগ আমাদের নেই। আগেও এক-দুই বিষয়ে ফেল করলে এসএসসি পর্যায়ে পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হতো। নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে কি প্রভাব পড়বে- এমন প্রশ্নে এই অধ্যাপক বলন, আগে পরীক্ষা দেওয়ার

সুযোগ থাকলেও একটি বছর নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু এখন সেটি আর থাকবে না।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. মশিউজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেন, গত সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই সচিব, শিক্ষার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান, তিনজন বোর্ড চেয়ারম্যান ও মাউশির মাধ্যমিক শাখার পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত একটি সভা ডাকা হয়েছে। এর পর এটি বোর্ড সভায় উপস্থাপিত হওয়ার পর জাতীয় কারিকুলাম কোর কমিটির (এনসিসিসি) মাধ্যমে পাস হয়ে চূড়ান্ত হবে।

এনসিসি কমিটিতে ৬ জন শিক্ষাবিদ রয়েছেন বলেও তিনি জানান।

জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন কোর কমিটির সদস্য অধ্যাপক এম তারিক আহসান জানান, মূল্যায়ন বলা হোক কিংবা পরীক্ষা, নতুন শিক্ষাক্রমের এই বিষয়েও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাতটি স্কেলে মূল্যায়ন করা হবে পরীক্ষার্থীদের। প্রতিটি বিষয়ে নির্ধারিত পারদর্শিতার (নৈপুণ্য) ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জন সাতটি স্কেল বা সূচকে মূল্যায়নের পর রিপোর্ট কার্ডে প্রকাশ করা হবে। সাতটি স্কেলের জন্য থাকবে সাতটি ছক।

এতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক- সবাই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারবেন। সাতটি স্কেল হলো অনন্য, অর্জনমুখী, অগ্রগামী, সক্রিয়, অনুসন্ধানী, বিকাশমান ও প্রারম্ভিক। সর্বোচ্চ স্কেল ‘অনন্য’ বলতে বোঝানো হবে, শিক্ষার্থী সব বিষয়ে পারদর্শিতার চূড়ান্ত স্তর অর্জন করেছে। আর ‘প্রারম্ভিক’ স্তর হলো সবচেয়ে নিচের স্তর।

এছাড়াও প্রতি শ্রেণির (ষষ্ঠ থেকে দশম) লিখিত মূল্যায়নে ৬৫ শতাংশ এবং কার্যক্রমভিত্তিক মূল্যায়নে ৩৫ শতাংশ নম্বর রাখা হয়েছে। এখানে কার্যক্রম বলতে বোঝানো হচ্ছে, অ্যাসাইনমেন্ট করা, উপস্থাপন, অনুসন্ধান, প্রদর্শন, সমস্যার সমাধান করা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি।

যদিও এর আগে লিখিত মূল্যায়নের ওপর ৫০ শতাংশ ও কার্যক্রমভিত্তিক অ্যাসাইনমেন্টের ওপর বাকি ৫০ শতাংশ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর আগে অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের কমিটি লিখিত মূল্যায়নের ওয়েটেজ ৫০ শতাংশ আর কার্যক্রমভিত্তিক মূল্যায়নের ওয়েটেজ ৫০ শতাংশ রাখার সুপারিশ করেছিল। তবে ১৪ মে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সেটিতে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত হয়।
এ বিষয়ে অধ্যাপক এম তারিক আহসান জানান, মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা দেখাতে হবে। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে যা শিখবে তা যেমন হাতে কলমে নৈপুণ্য দেখাতে হবে, পাশাপাশি শিখন সংক্রান্ত বিষয়ে নানা প্রশ্ন থাকবে। সেসব বিষয়ে উত্তরও দিতে হবে। এভাবেই মূল্যায়ন চলবে।
নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও পারদর্শিতার পাশাপাশি আচরণগত দিক মূল্যায়নের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। স্বাভাবিক মূল্যায়নের মতো এ মূল্যায়নেও সাতটি স্তর বা সূচক থাকবে। রিপোর্ট কার্ডে ‘আচরণিক ক্ষেত্র’ নামে আলাদা একটি ছক থাকবে। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে এই মূল্যায়ন করবেন শিক্ষকরা।

এ বিষয়ে শিক্ষাবিদরা জানান, শিখনকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের কিছু সফট স্কিল তৈরি করা হবে। এর মধ্যে সমস্যা সমাধান, ক্রিটিকাল থিঙ্কিং, চাপের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া, নেতৃত্ব অন্যতম। এগুলো তারা কিভাবে করছে শিক্ষকরা সেগুলো দেখবেন ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন।
গত বছর প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। আর চলতি বছর বাস্তবায়ন করা হয় দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে।

এর পর ২০২৫ সালে পঞ্চম ও দশম শ্রেণিতে, ২০২৬ সালে একাদশ এবং ২০২৭ সালে দ্বাদশ শ্রেণিতে এই শিক্ষাক্রম চালু হবে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে মোট ১০টি বিষয় রয়েছে। সেগুলো হলো বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি, জীবন ও জীবিকা, ধর্মশিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি। একজন শিক্ষার্থী ক্লাসে ৭০ শতাংশ কর্মদিবস উপস্থিত না হলে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবে না।

দশম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও ষাণ¥াসিক ও বার্ষিক মূল্যায়নের জন্য খাতা এবং পরীক্ষণ, মডেল তৈরি, নকশা, গ্রাফ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আর দশম শ্রেণির পাঠ শেষে যে পাবলিক পরীক্ষা (এসএসসি) অনুষ্ঠিত হবে, তার উপকরণ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রে রাখা হবে।